# পাঠক ফোরাম

## সন্ত্রাসীদের প্রার্থিতা

দেশের তিন সিটি কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিশনার পদে পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ও বহু ফৌজদারি মামলার আসামিরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। দেখা গেছে ১ হাজার ২৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসী এবং ২৭৮ জন পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। পুলিশ বিভাগ যে ২৩ সন্ত্রাসীকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে তারাও রয়েছে এই মনোনয়ন প্রার্থিতায়। প্যারিস উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি বিশেষভাবে জোরারোপ করা হয়েছে। কিন্তু অপরাধী সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবনতির দিকে নিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা সার্বিক উন্নতির জন্য নির্বাচনে সন্ত্রাসীদের অংশগ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত।

**শারমিন আক্তার**
**ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা**

## একজন সাহাবুদ্দীন

সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের ব্যাপারে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী কলম সন্ত্রাসী গাফফার চৌধুরীর মন্তব্যে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। নির্বাচনে বিএনপি পরাজিত হলেও সাহাবুদ্দীন সাহেবকে ঐ ধরনের মন্তব্যই শুনতে হতো। আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন দল মনে করে সবাই তাদের গোলাম হয়ে থাকবে। সাহাবুদ্দীন সাহেবকে প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দেয়ায় শেখ হাসিনা প্রশংসিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু শেখ হাসিনার বক্তব্যে মনে হচ্ছে সাহাবুদ্দীন সাহেবকে তিনি রাষ্ট্রের নয়, দলীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে চেয়েছিলেন।

**আদিব মাহমুদ**
**মিরপুর রোড, ঢাকা**

## পর্নো সিডি

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমের নামে প্রতারণার যে পর্নো সিডি প্রকাশিত হয়েছে তা সমগ্র জাতির মুখে চুনকালি দেয়ার এক প্রামাণ্য দলিল। গত ৯-০৩-২০০২ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত কলাম ছিল 'প্রেমে প্রতারণার শিকার এক নারী'। আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে, আমাদের শিক্ষাঙ্গন এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। নারীর নগ্ন ভিডিও নারীত্বকে ছুঁড়ে মেরেছে ঘৃণার আঁস্তাকুড়ে। এর কি আদৌ কোনো বিচার বাংলাদেশ দন্ডবিধিতে লিপিবদ্ধ আছে? এই প্রতারণার বিরুদ্ধে সরকারের পাশাপাশি সমগ্র বিবেকবান জাতির একাত্মতা আশা করছি।

**প্রফুল্ল মালাকার**
**বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**

## দ্বিতীয় শিফট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সোনালি দিন এখন আর নেই। শিক্ষার সেই ঐতিহ্যও এখন কেবল স্মৃতি। শিক্ষার মান ও পরিবেশ নিয়ে নানা কথা উঠছে। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালু না করাই ভালো হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

**ডা. নায়লা হক**
**বারডেম, ঢাকা**

## তেল-গ্যাস

গত টার্মে আওয়ামী সরকার দেশের তেল-গ্যাস রপ্তানির জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো। বিরোধী দলে থাকা বিএনপি তখন গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে চটকদার সব কথাবার্তা বলে বলে আর নিস্ফল হরতাল করে করে দেশের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলো। জবাবে আওয়ামী নেতা-নেত্রীরা গলার রগ ফুলিয়ে সভা-সমাবেশে চিৎকার করছিলো যে, দেশে পঞ্চাশ বছরের গ্যাস মজুদ রেখে তারা রপ্তানি কাজে হাত দেবে। দুঃখের বিষয় হলো, তারা কখনই সঠিকভাবে জানায়নি বা জানাতে পারেনি যে, দেশে ঠিক কতোটা পরিমাণ গ্যাস আছে। বলছে দেশের জন্য মজুদ রেখে বা দেশে কী পরিমাণ গ্যাস আছে সেটা জানার পর তারা গ্যাস রপ্তানি করবে। কিন্তু বিএনপি'ও আজ অবধি দেশবাসীকে জানাতে পারছে না ঠিক কতোটা গ্যাস দেশের মাটির নিচে আছে। এবং আওয়ামী লীগ যথারীতি গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। আর কতোদিন এভাবে চলবে? দয়া করে আপনারা গ্যাসের সঠিক হিসাবটা জানাবেন কি?

**সামুয়েল ইকবাল**
**সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেস, রংপুর**

## শিক্ষা সংস্কার

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯০% শিক্ষকই সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপ-পরিচারকগণকে ম্যানেজ করে একই প্রতিষ্ঠানে আজীবন চাকরি করে থাকে। সরকার যখন কঠোর চাকরি বিধি প্রণয়নে ব্যস্ত, তখন সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা খুবই দুঃখজনক। তাই জনস্বার্থে কিছু দাবি পূরণ করার জন্য শিক্ষা সংস্কার কমিটির কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি– সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে নিজস্ব এলাকায়/একই প্রতিষ্ঠানে আজীবন চাকরি করার সুযোগ বন্ধ করতে হবে।
প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি সুদীর্ঘকাল বন্ধ রেখে সহকারী শিক্ষকগণকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য ৮০% এবং আত্মীকৃতদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকগণকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা দিতে হবে। স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে।

## কথা নয় কাজ

অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা গড়ে ৭-৮টি, আওয়ামী লীগের শেষের দিকে এই সংখ্যা ছিল গড়ে ১০-১২টি। এই ধারাবাহিকতায় এই সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে হয়তো আর বেশি দিন লাগবে না। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, খুন বেড়েছে কিন্তু অপরাধ বাড়েনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই স্বনির্মিত ব্যাখ্যার ভাষা সারা দেশবাসীর পক্ষে বোঝা সত্যিই দুষ্কর ছিল। কিন্তু জোরালোভাবে এর কোনো আপত্তি কেউ তোলেনি। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাস রুখতে এখনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তৎপর হতে হবে। আমরা চাই গণরায়ের যথার্থ মূল্যায়ন আপনি করবেন। প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজাকে বরাবরের মতো সৎসাহস দেখাবার জন্য ধন্যবাদ।

**রেজাউল হক, লালমাটিয়া, ঢাকা**

## আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত

নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আওয়ামী লীগ একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তে পরিচালিত হচ্ছে। শুরু থেকেই সংসদ বর্জন করে

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে আওয়ামী লীগ। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল দলীয় জনসংযোগ আর অপপ্রচারে ব্যস্ত না থেকে আওয়ামী লীগের উচিত ছিল দেশের সাধারণ জনগণের পাশে থাকা। কিন্তু তা হয়নি। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরপরই আওয়ামী লীগ বড় ধরনের আন্দোলনের ডাক দিতে যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সরকারবিরোধী আন্দোলনে দেশের সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ আওয়ামী লীগ কতোটা নিশ্চিত করতে পারবে তা ভেবে দেখার বিষয়।

**সামসুল কবীর, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা**

## টোকাই

সহকারী শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয় পরিচালনা এবং স্ববেতনে পদোন্নতি বন্ধ করতে হবে।

**শংকরী রানী দে তরফদার**
**মশিউরনগর, ময়মনসিংহ**

## প্রতিক্রিয়া

সত্যিই অবাক হলাম টোকিও জাপান থেকে এমএইচবি সাহেবের লেখা পড়ে। আজকে পত্রিকার পাতা খুললেই সারা দেশের মানুষ দেখতে পায় খুন, চাঁদাবাজির খবর। আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য বিরোধীদলও সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস করছে। কিন্তু আপনি জামায়াতের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লিখলেন, জামায়াত সঙ্গে থাকলে খালেদা জিয়ার পক্ষে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। সুদূর জাপানে বসে আওয়ামী কলামিস্ট গাফ্ফার চৌধুরীর মতো অনেক কিছুই লেখা যায়, অনেক ষড়যন্ত্র করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনার এই মানসিকতাকে ধিক্কার জানাই।

**মনজুর আহম্মেদ**
**ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া**

## চিরবসন্ত

স্রোতহীন, গতিহীন, নিস্তরঙ্গ জীবনকে বসন্ত এতোটুকু পরিবর্তন দিতে পারেনি। প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে, প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব হিয়ায়ও সুখের ধারা বইছে কিন্তু নৈতিক চরিত্রে মোটেই বসন্তের ছোঁয়া লাগেনি। সমস্ত রকমের উজ্জীবন এবং জাগরণ আমাদের মধ্য থেকে কি করে যেন হারিয়ে গেল। আমার ব্যক্তিগত জীবনেও এই বসন্তে অব্যক্ত পুলক ও সুখের মতো ব্যথা জেগে ওঠে। নব নব পুষ্প পল্লবে ছাওয়া প্রকৃতি এক অপার্থিব প্রেরণায় আর সুরে, ছন্দে, তালে, লয়ে, বর্ণে, গন্ধে মেতে ওঠে। জাতীয় এবং নৈতিক জীবনে আমাদেরও তেমনভাবে জেগে ওঠা উচিত। চিরবসন্ত বিরাজ করা উচিত আমাদের রাজনৈতিক প্রকৃতিতে, সাংস্কৃতিক বলয়ে এবং সামাজিক জীবনে। তবেই জাতীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বেদনার পেয়ালাটি ভরে উঠবে সুখের অমৃত অর্ঘ্যে।

**নাসির উদ্দীন বিশ্বাস**
**দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর, ঢাকা**

## ভ্যালেন্টাইন্স ডে সংখ্যা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ সুন্দর একটি 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে সংখ্যা' উপহার দেয়ার জন্য। এবারের ৭৫টি লেখা পড়ার সময় হাসি এসেছে, কখনো নিজেকে মনে হয়েছে হাঁদারাম। জেলাসি ফিল করেছি, ভীষণ কষ্ট পেয়েছি— টুইন টাওয়ারের বিধ্বস্ততা বিধ্বস্ত করে দিয়েছে কারো জীবন, এটা জেনে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের প্রতি আমার অনুরোধ তন্দ্রার মাঝে নিজের মা, বোন, মেয়েকে খুঁজুন, তাহলে উপলব্ধি করতে পারবেন তন্দ্রার কষ্ট। চলুন সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে আমরাই পদক্ষেপ নিই। একটিই জীবন, এ জীবনে কিছু একটা ভালো কাজ তো করা দরকার।

**Nazrul Islam**
**P.O.Box No-2826, Al-Madina, K.S.A**

## জঘন্যতম অপরাধ

যখন কোনো ছিনতাইকারী পিস্তল বা ছুরি ঠেকিয়ে রাস্তায় কারো সর্বস্ব কেড়ে নেয়, তখন আমরা বলি অপরাধ। ফাইল আটকে যখন কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্যায়ভাবে টাকা-পয়সা আদায় করে— সেটা এরচেয়েও বড় অপরাধ। আর যখন একজন ডাক্তার বিনা প্রয়োজনে একজন রোগীকে বিভিন্ন পরীক্ষা বা ইনভেস্টিগেশনের নামে অযথা হয়রানি করে টাকা-পয়সা খরচ করে ব্যক্তিস্বার্থ আদায় করেন, তখন আমরা তাকে কি জঘন্যতম অপরাধ বলতে পারি না?

**ডা. মু. মুনীর**
**রাজশাহী মেডিকেল কলেজ**

## এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন

আশার কথা হলো, বাংলাদেশে অবশেষে 'এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২' পাস হয়েছে। এই আইনে প্রথমে সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং সর্বনিম্ন ৩ বছর কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছিল। আইন, বিচার ও সংসদমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ শাস্তি সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ড করে বিল পাস করেছেন। ২০০২ সালে এসিডের ঘটনা ঘটেছে ৩৪০টি। ২ বছরের তুলনামূলক চিত্রে দেখা গেছে গড়ে ৭৭ জন নারী ও ২৩ জন পুরুষ এসিডে আক্রান্ত হয়েছে। আগে প্রেম জাতীয় বিষয়টিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি এসিডের ঘটনা ঘটতো এবং এর শিকার মেয়েরাই বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে জমিজমা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কারণেও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে থাকে। রাজনৈতিক বিরোধের কারণে ১৫ জন এসিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং সম্প্রতি ময়মনসিংহে জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের হিসেবে প্রতিপক্ষের এসিড নিক্ষেপে একই পরিবারের ৩ সদস্য এবং মসজিদের টাকার কমবেশি নিয়ে প্রতিপক্ষের এসিড নিক্ষেপে দাদী-নাতির শরীর ঝলসে গেছে। যা হোক, অবশেষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু কথা হলো, এই আইন যেন কাগুজে আইনে পরিণত না হয়। স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু আইনই প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু কোনো আইনের সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

**ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা**

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
**ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০**

## হকার উচ্ছেদ

হাইকোর্টের আদেশে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো হকারদের। পাল্টে গিয়েছিলো ফুটপাতের পরিবেশ। নগরীর হকার উচ্ছেদ নতুন কোনো ঘটনা নয়। যানজট ও ছিনতাই রোধ করার জন্য এর আগে বহুবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। পৃথিবীর কোনো দেশে ফুটপাতে হকার ব্যবসা আইনত সিদ্ধ নয়। তিলোত্তমা নগরীর সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে ফুটপাতে হকারবিহীন রাজপথ যেমন জরুরি, তেমনি নগরীর যানজট এবং অপরাধ দমনের জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে সরকার ও জনগণকে আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

**ডাড়লী**
**মিরপুর, ঢাকা**

## ন্যায় বিচার

আগের দিনে কাজীর আদালতে মানুষ ন্যায় বিচার পেত। আবার কাজীর আদালত গঠিত হোক। যেখানে শুধু মাত্র হত্যা, ধর্ষণ ও উচ্চ করখেলাপিদের বিচার হবে।

**সালাউদ্দিন রিজভি**
**সংওরী, কোরিয়া**